দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 1.0 1999.
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

60

ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট

রফিকুল বাসার

কারিগরি শিক্ষা আর্থ-সামাজিক উন্নতির সহায়ক। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এই শিক্ষা সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে মাত্র বিশটি সরকারি কারিগরি ইনস্টিটিউট আছে। এর মধ্যে সব থেকে বড় এবং পুরনো ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে চলছে অগ্রযাত্রা। ১৯৫৫ সালে ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ঢাকার তেজগাঁও-এ ২৭ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০ জন ছাত্রছাত্রী এবং চারটি টেকিনোলজি নিয়ে শুরু হয়েছিল এর যাত্রা। সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল এবং পাওয়ার টেকনোলজি। মাঝারি টেকনিক্যালের জন্য ঘরে বাইরে এর জনপ্রিয়তা বাড়ে। যার ফলে ক্রমশ এর ব্যাপকতাও বাড়তে থাকে। বর্তমানে এখানে দশটি টেকনোলজি আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট পরিচালিত হয়। এসব ইনস্টিটিউট-এর শিক্ষা বিষয়ক সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) আগারগাঁও। অর্থাৎ সিলেবাস তৈরি, পরীক্ষা নির্ধারণসহ সকল নীতি নির্ধারণ তারা করে থাকে।

বিভিন্ন প্রোগ্রাম

❑ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স

এ কোর্স তিন বছরের। বর্তমানে দশটি টেকনোলজি এ প্রতিষ্ঠানে চালু আছে। আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, অটোমোবাইল, কেমিক্যাল (খাদ্য), কম্পিউটার, ইলেকট্রোনিক্স এবং রিফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশন। তিন বছরের এই কোর্স ছয় সেমিস্টারে বিভক্ত। তিন বছরের কোর্স শেষ হলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দু মাসের (৮ সপ্তাহ) জন্য শিল্প-কারখানাগুলোতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। BTEB প্রতিবছর বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ভালসহ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে পুরস্কৃত করে থাকে। ১৯৯৪-৯৫ থেকে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কোর্স দু শিফটে করানো হয়। প্রথম শিফট সকাল ৮টা থেকে ১০-১৫ মিঃ এবং দ্বিতীয় শিফট সকাল ১১-২০মিঃ থেকে ৫-৪০মিঃ পর্যন্ত।

প্রতিশিফটে ৬৬০ জন ছাত্রছাত্রী পড়ানোর সুযোগ আছে এখানে।

সিভিল-এ চার গ্রুপে ১৭৬ জন, ইলেক্ট্রিক্যাল-এ দু গ্রুপে ৮৮ জন, মেকানিক্যাল-এ দু গ্রুপে ৮৮ জনসহ প্রতি টেকনোলজিতে প্রতিবছর ৪৪ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানো হয়। এর মধ্যে ১০% কোটা মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

এসএসসি পাস যে কেউ প্রথম বছর প্রথম সেমিস্টারে ভর্তি হতে পারবে। তবে অংকে ৪৫% নম্বরসহ ২য় বিভাগে পাস হতে হবে। ভর্তির জন্য ইনস্টিটিউট কিছু দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি দেবে। নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট দিনে ভর্তি পরীক্ষার মেধানুক্রমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।

❑ শর্ট টাইম প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি)-এর অনুমতিক্রমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্বল্প। সময়ের জন্য "বেসিক ট্রেড কোর্স" চালু করা হয়েছে। আর্কিস্টেকচারাল ড্রাফটিং, কম্পিউটার, ইলেকট্রোনিক্স এবং রিফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনে এই কোর্স চালু করা হয়েছে। ৩৬০ ঘন্টার এ কোর্সের ক্লাস ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাধারণ ক্লাস করার সময় নেয়া হয়। এতে ঘর ওয়্যারিং, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, আরমেচার উভিং, ঝালাই, সাধারণ মেকানিক্স, বিল্ডিং তত্ত্বাবধান, আসবাবপত্র এবং কেবিনেট মেকিং, পাখা ফিটিং, অটো মেকানিক্স, খাদ্য পরিবেশন ও প্রোসেসিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়।

সহযোগিতাপূর্ণ ক্লাস

অন্যান্য ইনস্টিটিউট-এর সাথে ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট চুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ ক্লাস করে থাকে। থিওরি এবং প্রাকটিক্যাল দুটো বিষয়েই এই ক্লাস হয়। বর্তমানে আহসানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রোনিক্স এবং কম্পিউটার টেকনোলোজির প্রাকটিক্যাল ক্লাস এখানে করে।

শিক্ষক, কর্মচারী

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং বিভিন্ন গ্রুপের বিভাগীয় প্রধানসহ মোট ১৩১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা বর্তমানে এখানে কর্মরত। এছাড়া ৫১ জন টেকনিক্যাল স্টাফ যারা সাধারণত প্রাকটিক্যাল, ওয়ার্কশপ এবং ল্যাবরেটিতে সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া প্রশাসনিক কাজ করার জন্য ৪৬ জন কর্মরত আছে।

বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা

লাইব্রেরি, ওয়ার্কশপ, হোটেল, ল্যাবরেটরি, দোকান, খেলার মাঠ, মেডিক্যাল সেন্টার, মিলনায়তনসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা আছে। এখানে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে, যদিও মেয়েদের আলাদা কোন হোস্টেল নেই। সাথে সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ অফিস স্টাফদেরও থাকার ব্যবস্থা আছে।

তিন একর জমির উপর খেলার মাঠ, সাথে একটি প্যাভেলিয়ন। ব্যায়ামের বিভিন্ন সরঞ্জামসহ আছে জিমনেসিয়াম। ল্যাবরেটরিতে আছে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যা ছাত্রছাত্রীদের ট্রেনিং এবং প্রাকটিসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মেডিক্যাল সেন্টারে শিক্ষক, ছাত্রসহ অন্য স্টাফদের বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। মেডিক্যাল সেন্টারে একজন মেডিক্যাল অফিসার সার্বক্ষণিক দায়িত্বে আছেন।

লাইব্রেরি

লাইব্রেরিতে পাঠ্যসূচির বই ছাড়াও সম্প্রতি ব্যবসা, শিল্প, সাহিত্যসহ বিভিন্ন বই আছে। তাছাড়া আছে অডিও ভিজ্যুয়াল লাইব্রেরি। যেখানে রয়েছে প্রজেক্টার OHP, মুভি ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, রেকর্ডিং প্লেয়ারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম। এছাড়া 'রেন্টাল লাইব্রেরি' আছে, যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা ভাড়া নিয়ে বই পড়তে পারে। এছাড়া একটা পোস্ট অফিস ও একটা সোনালী ব্যাংক-এর শাখা আছে। ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে নিয়মিত শিক্ষণীয় ছবি দেখানো হয়। যা ছাত্রছাত্রীদের অবসর সময় কাটাতে সহায়তা করে। এখানে নিয়মিতভাবে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়।

বৃত্তি সুবিধা

৬৫% গরিব ছাত্রছাত্রীকে প্রতিবছর ১৩০ টাকা এবং বার্ষিক এককালীন ২৫০ টাকা বৃত্তি দেয়া হয়। প্রতিটি সেমিস্টারে এই বৃত্তির সুযোগ আছে। প্রথম সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতি, আচরণ, বিভিন্ন কার্যকলাপ, সর্বোপরি মেধা দেখে এই বৃত্তি দেয়া হয়।

উচ্চ শিক্ষার সুযোগ

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং করার পরে বিভিন্ন স্থানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ঢাকা (BIT); গাজীপুর বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স বিষয়ে পড়া যাবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট-এ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যায়। যদি কেউ মনে করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি (পাস) কোর্সও পড়তে পারবে।

যেকোন পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে যেকোন বিষয়ে পড়া শেষ করলে তার চাহিদা প্রচুর। সরকারি- বেসরকারি, এএনজিওসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আছে চাকরির সুবিধা। ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর কিছু সমস্যা সম্পর্কে উপাধ্যক্ষ বললেন, প্রতিবছর টেকনোলজির অমূল পরিবর্তন হচ্ছে সারাবিশ্বে। আমরা সেভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি ঠিকই, কিন্তু তাল মেলানো কঠিন হয়ে পড়েছে। নীতি-নির্ধারকরা সিলেবাস পরিবর্তন করছে ঠিকই, কিন্তু সে অনুযায়ী ব্যবহারিক সরঞ্জাম আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে না। এছাড়া যন্ত্রপাতির বার্ষিক ১০% অবচয় খরচ করার কথা। কিন্তু সে খরচ করা হয় না। যার ফলে যন্ত্রপাতিও নষ্ট হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-এর জিএস মনিরুল ইসলাম খান মুন্না জানালেন, আমাদের ক্যাম্পাসের পরিবেশ খুবই ভাল। হোস্টেলে কোন ছিট সমস্যা নেই। তবে মেয়েদের আলাদা হোস্টেল না থাকায় কিছুটা সমস্যা।